প্রথম আলো [পাতা-১২] 13/12/2023

সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া যাবে কিস্তি

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমার সুবিধা চালু করেছে সিটি ব্যাংক। এ জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংকের এমডি মাসরুর আরেফিন চুক্তিতে সই করেন। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে। ছবি : বিজ্ঞপ্তি

সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া যাবে কিস্তি

সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এখন থেকে সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা দেওয়া যাবে। দেশের বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে প্রথম এ সুবিধা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমার সুবিধা ছিল।

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংকের মধ্যে এ-সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাসরুর আরেফিন এ সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সিটি ব্যাংক জানিয়েছে, সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে বসবাসকারী সর্বজনীন পেনশনের গ্রাহকের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এ সেবা নিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, দেশে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আসে, তাদের এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। তিনি জানান, প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে সিটি ব্যাংক প্রথম এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলো।

সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। পেনশন স্কিমে গ্রাহকের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে কাজ করবে বলে জানান তিনি।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশনব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরও অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ বলেন, প্রবাসীদের মধ্যে পেনশন স্কিম নিয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে সিটি ব্যাংক কাজ করবে। এ জন্য সিটি ব্যাংক তার যাবতীয় ডিজিটালব্যবস্থা ব্যবহার করে এ কাজে সহযোগিতা করবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মালয়েশিয়া মানি ট্রান্সফারের (সিবিএল) প্রধান নির্বাহী সাইদুর রহমান ফারাজী, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. মুশীদুল হক খান, সিটি ব্যাংকের হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হক প্রমুখ।

বণিক বার্তা [পাতা ১০] 13/12/2023

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা নেবে সিটি ব্যাংক

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা নেবে সিটি ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

এখন থেকে বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংক পিএলসির মাধ্যমেও সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তির অর্থ জমা দেয়া যাবে। দেশের অভ্যন্তরে থাকা নাগরিকদের পাশাপাশি ব্যাংকটির ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রবাসীরাও কিস্তির টাকা জমা দিতে পারবেন। এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে এ স্মারক স্বাক্ষর হয়। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন। অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার প্রধান অতিথি ছিলেন। দেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক এ সেবাটি চালু করেছে।

সিটি ব্যাংক থেকে জানানো হয়, এখন থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে। দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করেও প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে রেমিট্যান্স আসছে, তাদের বড় ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।

অর্থ সচিব জানান, পেনশন স্কিমের অর্থ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে। শিগগিরই আরো ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে।

তিনি বলেন, 'প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।'

সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। তবে এক্ষেত্রে আমরা শুধু 'প্রমোটার' হিসেবে ভূমিকা রাখতে চাই না। আমরা পেনশন স্কিম বিক্রি করতে চাই। পেনশন স্কিমে গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্তি আরো বাড়াতে চাই।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরো অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তখন এ ব্যবস্থা সবার কাছে আরো গ্রহণযোগ্য হবে, প্রক্রিয়াও অনেক সহজ হবে।

অনুষ্ঠানে সিটি ব্যাংকের মালয়েশিয়া মানি ট্রান্সফারের (সিবিএল) প্রধান নির্বাহী সাইদুর রহমান ফারাজী বলেন, মালয়েশিয়া থেকে ৫০ হাজার প্রবাসী সিটি ব্যাংকের পরিষেবা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু দেশটিতে প্রায় ১০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশী আছেন। ফলে আরো বেশি প্রবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। একই সঙ্গে প্রবাসীদের পেনশন স্কিমের বিষয়েও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
[পাতা ১৪] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি সই

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি সই

সিটি ব্যাংকের সঙ্গে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চুক্তি সই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচারকার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ভোরের কাগজ [পাতা-৩] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক-জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিজ্ঞপ্তি

সিটি ব্যাংক-জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। বিজ্ঞপ্তি

সিটি ব্যাংক শিগগিরই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

শেয়ার বিজ
সুজনের পথে উন্নত অবেশ
[পাতা-৩] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক-জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে গতকাল সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক সাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ প্রমুখ। বিজ্ঞপ্তি

সময়ের আলো [পাতা ৭] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠিত হয় ● সময়ের আলো

সর্বজনীন পেনশন

এবার কিস্তি জমা দেওয়া যাবে বেসরকারি ব্যাংকে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

এখন থেকে সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসীরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি জমা দিতে পারবেন। দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এ ধরনের সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে।

এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ সমঝোতা সই হয়। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সিটি ব্যাংক জানিয়েছে, এই সমঝোতা স্মারকের ফলে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসী নাগরিকরা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

- এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে
- প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি
- ইতিমধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে, শিগগিরই আরও ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে

অনুষ্ঠানে অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আসছে, তাদের বড় ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।

অর্থসচিব জানান, প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।

পেনশন স্কিমের সুরক্ষা বিষয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই জানিয়ে খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, পেনশন স্কিমের অর্থ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে। শিগগিরই আরও ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে। সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

তবে এ ক্ষেত্রে শুধু 'প্রমোটার' হিসেবে থাকতে চান না জানিয়ে মাসরুর আরেফিন বলেন, আমরা পেনশন স্কিম বিক্রি করতে চাই। পেনশন স্কিমে গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্তি আরও বাড়াতে চাই। এ সময় সিটি ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে পেনশন স্কিম যুক্ত করা যেতে পারে বলে জানান তিনি।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরও অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তখন এই ব্যবস্থা সবার কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হবে, প্রক্রিয়াও অনেক সহজ হবে বলে জানান তিনি।

সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ বলেন, প্রবাসীদের মধ্যে পেনশন স্কিম নিয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে সিটি ব্যাংক কাজ করবে। এ জন্য সিটি ব্যাংক তার যাবতীয় ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে এ কাজে সহযোগিতা করবে।

অনুষ্ঠানে সিটি ব্যাংকের মালয়েশিয়া মানি ট্রান্সফারের (সিবিএল) প্রধান নির্বাহী সাইদুর রহমান ফারাজী বলেন, মালয়েশিয়া থেকে ৫০ হাজারের বেশি প্রবাসী সিটি ব্যাংকের পরিষেবা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু দেশটিতে প্রায় ১০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন। ফলে আরও বেশি প্রবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। একইসঙ্গে তাদের পেনশন স্কিমের বিষয়েও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. মুশীদুল হক খান, মো. গোলাম মোস্তফা ও হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হক প্রমুখ।

The Daily Star [B-2] 13/12/2023

City Bank signs MoU with National Pension Authority

City Bank signs MoU with National Pension Authority

STAR BUSINESS DESK

City Bank PLC has signed a memorandum of understanding (MoU) with the National Pension Authority (NPA) as the first private commercial bank to promote universal pension schemes.

Kabirul Ezdani Khan, executive chairman of the NPA, and Mashrur Arefin, managing director and CEO of the bank, penned the MoU at the InterContinental Dhaka yesterday, the bank said in a press release.

Under the MoU, the bank will promote the opening of new schemes by individuals at home and abroad and also facilitate their monthly instalment payments digitally and through other means.

Any resident of the country can open a scheme by going to Citytouch and Citylive digital bank apps of the bank. Even non-resident Bangladeshis can also open and manage the schemes using the CityRemit app which they use for sending money home.

The bank will specifically focus on the Malaysian market where it has a money remittance subsidiary with 15 branches spread across that country.

The lender will work as a partner of the NPA by promoting all the schemes under universal pension through its branches, sub-branches and agent banking network.

Among others, Md Khairuzzaman Mozumder, secretary of the ministry of finance, Golam Mostafa, additional secretary and member of the NPA, Sheikh Mohammad Maroof, additional managing director and chief business officer of the bank, Tahsin Haq, head of corporate cash management, and Saidur Rahman Farazi, CEO of CBL Money Transfer Malaysia Sdn Bhd, were also present.

Kabirul Ezdani Khan, executive chairman of the National Pension Authority, and Mashrur Arefin, managing director and CEO of City Bank, pose for photographs during a signing ceremony of a memorandum of understanding at the InterContinental Dhaka yesterday.

PHOTO: CITY BANK

The Financial Express [Page-9] 13/12/2023

City Bank to manage universal pension schemes

City Bank to manage universal pension schemes

FE REPORT

City Bank PLC signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Pension Authority as the first private commercial bank to render services on opening and managing different universal pension schemes by both resident and non-resident Bangladeshis.

Under this MoU, the bank would promote the opening of new schemes by individuals at home and abroad and also facilitate their monthly instalment payments digitally and through other means.

The signing ceremony was held at a city hotel on Tuesday.

In presence of Dr Md Khairuzzaman Mozumder, secretary of Finance Division, Mashrur Arefin, Managing Director & CEO of City Bank and Kabirul Ezdani Khan, Executive Chairman of the National Pension Authority signed the MoU on behalf of their respective organisations.

Speaking at the function, Dr Md Khairuzzaman Mozumder said the government was considering the introduction of a national social insurance scheme to bolster the social safety net for people.

Terming the universal pension scheme as the best investment tool in the country, Mozumder said the government was trying to create awareness among the people to promote it.

Individuals living in Bangladesh desiring to open a scheme will be able using Citytouch and Citylive, digital bank apps of the bank, while non-resident Bangladeshis will open and manage the schemes using CityRemit app which they use for sending money home.

The bank will work as a partner of the National Pension Authority by promoting all the schemes under universal pension through its vast network of branches, sub-branches and agent banking network.

For Bangladeshi remitters living abroad, the bank will specifically focus on the Malaysian market where it has a money remittance subsidiary with 15 branches across that country.

Golam Mostafa, Additional Secretary and Member of National Pension Authority, Sheikh Mohammad Maroof, AMD & Chief Business Officer of City Bank, Saidur Rahman Farazi, CEO of CBL Money Transfer Malaysia Sdn. Bhd., and Tahsin Haq, Head of Corporate Cash Management of City Bank and other dignitaries were also present at the event.

sajibur@gmail.com

THE BUSINESS STANDARD [Page-3] 13/12/2023

City Bank joins Sonali, Agrani to receive monthly contributions for Pension Scheme

City Bank joins Sonali, Agrani to receive monthly contributions for Pension Scheme

PENSION – BANGLADESH

TBS REPORT

In a move to further the implementation of the Universal Pension Scheme, the authorities have expanded the pool of participating banks, with City Bank joining as the first private institution and the third bank authorised to receive monthly contributions.

Under an agreement signed yesterday with the National Pension Authority, the bank will collect monthly instalments through its various channels from both resident and non-resident Bangladeshis while also attracting new subscribers for different packages under the scheme.

Mashrur Arefin, managing director of City Bank, said, "We aim to promote this scheme through all our branches, outlets, and agent banking."

He emphasised the bank's commitment, saying, "Our profit from this scheme may be less initially, but we are willing to sacrifice immediate gains for a greater cause. We aspire not only to promote but also to actively sell this scheme. A time will come when the profits exceed our expectations."

At the agreement signing ceremony at a city hotel, Kabirul Ezdani Khan, I SEE PAGE 4 COL 2

City Bank joins Sonali

CONTINUED FROM PAGE 3

executive chairman of the pension authority, mentioned that they have plans to assign more private banks.

"The current elderly population stands at 1.20 crore. By 2041, when we aim to become a developed country, our elderly population is projected to reach 3.60 crore. We aspire to broaden this scheme to ensure people's well-being after their retirement," he asserted.

The government launched the scheme in July, featuring individual contributions ranging from a minimum of Tk500 to a maximum of Tk5,000 per month.

Initially targeting four categories – private sector employees, non-resident Bangladeshis, individuals from the informal sector, and insolvent individuals – the scheme began with deposit options available through state-owned Sonali and Agrani banks.

City Bank has now become the first private bank to join, and three more private banks are set to follow suit. Finance Division Secretary Md Khairuzzaman Mozumder said the biggest challenge with this scheme is raising awareness.

He also said, "Among our pension schemes, the expatriate scheme remains relatively weak. City Bank, with its extensive expatriate customer base, is poised to enhance the reach and impact of this scheme."

Saidur Rahaman Farazi, chief executive officer of CBL Money Transfer, a money exchanger operated by City Bank, highlighted that the bank is taking necessary measures to attract new subscribers for all four schemes, with a particular emphasis on the "probash" scheme designed for non-resident Bangladeshi citizens.

"This initiative includes utilising 15 outlets of our own exchange house, CBL Money Transfer, as well as collaborating with other partner locations," he added.

Farazi explained, "Through our CityRemit app in Malaysia, expatriates can conveniently send their remittances home. With over 1 million expatriates in Malaysia and more than 33,000 already using our services, we anticipate a significant expansion in our reach through comprehensive campaigns across every outlet and by leveraging social media platforms, such as Facebook."

Sheikh Mohammad Maroof, AMD and chief business officer of City Bank, said, "Our task is to increase the enrolment of this scheme, with a particular emphasis on the fair expatriate scheme over other schemes."

NEWAGE [Page-10] 13/12/2023

City Bank to manage universal pension schemes

City Bank PLC has signed a memorandum of understanding with the National Pension Authority to join the activities of opening and managing different universal pension schemes to be opened by both resident and non-resident Bangladeshis recently. In the presence of Md Khairuzzaman Mozumder, secretary of the Ministry of Finance, Kabirul Ezdani Khan, executive chairman of the National Pension Authority, and Mashrur Arefin, managing director and CEO of City Bank, signed the MoU on behalf of their respective organisations. — Press release

The New Nation [Page-7] 13/12/2023

City Bank sign deal with NPA to promote facilitate universal pension schemes

Kabirul Ezdani Khan, executive chairman of the National Pension Authority and Mashrur Arefin, managing director & CEO of City Bank Limited, exchange document after signing a MoU on behalf of their respective organizations.

City Bank sign deal with NPA to promote, facilitate universal pension schemes

Business Desk

City Bank PLC has signed an MoU a with the National Pension Authority (NPA) as the first private commercial bank to join the activities of opening and managing different universal pension schemes to be opened by both resident and non-resident Bangladeshis.

Under this MoU, the bank will promote the opening of new schemes by individuals home and abroad and also facilitate their monthly installment payments digitally and through other means.

Individuals living in Bangladesh desiring to open a scheme will be able to do so by going into Citytouch and Citylive digital bank apps of the bank, while non-resident Bangladeshis will open and manage the schemes using CityRemit app which they use for sending money home. The bank will work as a partner of the National Pension Authority by promoting all the schemes under universal pension through its vast branches, sub-branches and agent banking network. For Bangladeshi remitters living abroad, the bank will specifically focus on the Malaysian market where it has a money remittance subsidiary with 15 branches spread across that country.

প্রথম আলো [অনলাইন] 13/12/2023

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা দেওয়া যাবে সিটি ব্যাংকে, সমঝোতা স্মারক সই

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেনছবি: সংগৃহীত

এখন থেকে সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসীরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি জমা দিতে পারবেন। দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এ ধরনের সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে।

এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ সমঝোতা সই হয়। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সিটি ব্যাংক জানিয়েছে, এই সমঝোতা স্মারকের ফলে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসী নাগরিকেরা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আসছে, তাদের বড় ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।

অর্থসচিব জানান, প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।

পেনশন স্কিমের সুরক্ষা বিষয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই জানিয়ে খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, পেনশন স্কিমের অর্থ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে। শিগগিরই আরও ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে।

সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

তবে এ ক্ষেত্রে শুধু ‘প্রমোটার’ হিসেবে থাকতে চান না জানিয়ে মাসরুর আরেফিন বলেন, ‘আমরা পেনশন স্কিম বিক্রি করতে চাই। পেনশন স্কিমে গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্তি আরও বাড়াতে চাই।’ এ সময় সিটি ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে পেনশন স্কিম যুক্ত করা যেতে পারে বলে জানান তিনি।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরও অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তখন এই ব্যবস্থা সবার কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হবে, প্রক্রিয়াও অনেক সহজ হবে বলে জানান তিনি।

সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ বলেন, প্রবাসীদের মধ্যে পেনশন স্কিম নিয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে সিটি ব্যাংক কাজ করবে। এ জন্য সিটি ব্যাংক তার যাবতীয় ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে এ কাজে সহযোগিতা করবে।

অনুষ্ঠানে সিটি ব্যাংকের মালয়েশিয়া মানি ট্রান্সফারের (সিবিএল) প্রধান নির্বাহী সাইদুর রহমান ফারাজী বলেন, মালয়েশিয়া থেকে ৫০ হাজারের বেশি প্রবাসী সিটি ব্যাংকের পরিষেবা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু দেশটিতে প্রায় ১০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন। ফলে আরও বেশি প্রবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। একই সঙ্গে, তাদের পেনশন স্কিমের বিষয়েও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. মুর্শীদুল হক খান, মো. গোলাম মোস্তফা ও সিটি ব্যাংকের হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হক প্রমুখ।

যুগান্তর [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আজ সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।

এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বণিকবার্তা [অনলাইন] 13/12/2023

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা নেবে সিটি ব্যাংক

এখন থেকে বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংক পিএলসির মাধ্যমেও সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তির অর্থ জমা দেয়া যাবে। দেশের অভ্যন্তরে থাকা নাগরিকদের পাশাপাশি ব্যাংকটির ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রবাসীরাও কিস্তির টাকা জমা দিতে পারবেন। এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে এ স্মারক স্বাক্ষর হয়। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন। অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার প্রধান অতিথি ছিলেন। দেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক এ সেবাটি চালু করেছে।

সিটি ব্যাংক থেকে জানানো হয়, এখন থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে। দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করেও প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে রেমিট্যান্স আসছে, তাদের বড় ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।

অর্থ সচিব জানান, পেনশন স্কিমের অর্থ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে। শিগগিরই আরো ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে।

তিনি বলেন, 'প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।'

সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। তবে এক্ষেত্রে আমরা শুধু 'প্রমোটার' হিসেবে ভূমিকা রাখতে চাই না। আমরা পেনশন স্কিম বিক্রি করতে চাই। পেনশন স্কিমে গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্তি আরো বাড়াতে চাই।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরো অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তখন এ ব্যবস্থা সবার কাছে আরো গ্রহণযোগ্য হবে, প্রক্রিয়াও অনেক সহজ হবে।

অনুষ্ঠানে সিটি ব্যাংকের মালয়েশিয়া মানি ট্রান্সফারের (সিবিএল) প্রধান নির্বাহী সাইদুর রহমান ফারাজী বলেন, মালয়েশিয়া থেকে ৫০ হাজার প্রবাসী সিটি ব্যাংকের পরিষেবা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু দেশটিতে প্রায় ১০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশী আছেন। ফলে আরো বেশি প্রবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। একই সঙ্গে প্রবাসীদের পেনশন স্কিমের বিষয়েও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হবে।

বণিকবার্তা [অনলাইন] 12/12/2023

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা নেবে সিটি ব্যাংক

এখন থেকে বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংক পিএলসির মাধ্যমেও সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তির অর্থ জমা দেয়া যাবে। দেশের অভ্যন্তরে থাকা নাগরিকদের পাশাপাশি ব্যাংকটির ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রবাসীরাও কিস্তির টাকা জমা দিতে পারবেন। এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে এ স্মারক স্বাক্ষর হয়। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন। অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার প্রধান অতিথি ছিলেন। দেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক এ সেবাটি চালু করেছে।

সিটি ব্যাংক থেকে জানানো হয়, এখন থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে। দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করেও প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে। এক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে রেমিট্যান্স আসছে, তাদের বড় ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।

অর্থ সচিব জানান, পেনশন স্কিমের অর্থ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে। শিগগিরই আরো ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে।

তিনি বলেন, ‘প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।’

সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। তবে এক্ষেত্রে আমরা শুধু ‘প্রমোটার’ হিসেবে ভূমিকা রাখতে চাই না। আমরা পেনশন স্কিম বিক্রি করতে চাই। পেনশন স্কিমে গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্তি আরো বাড়াতে চাই।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরো অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তখন এ ব্যবস্থা সবার কাছে আরো গ্রহণযোগ্য হবে, প্রক্রিয়াও অনেক সহজ হবে।

ইনকিলাব THE DAILY INQILAB [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ।

আমাদের সময় [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্নস্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

দৈনিক জনকণ্ঠ [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি সই

সিটি ব্যাংকের সঙ্গে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চুক্তি সই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচারকার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ভোরের কাগজ [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক-জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শিগগিরই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

শেয়ার বিজ [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে গতকাল সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক সাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ প্রমুখ।

DHAKA POST [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক থেকে দেওয়া যাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের কিস্তি

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক।

পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ চিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শিগগিরই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সব পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

orthosongbad.com
অর্থসংবাদ [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা

দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসীরা এখন থেকে সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি জমা দিতে পারবেন। এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ সমঝোতা সই হয়। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এ ধরনের সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সিটি ব্যাংক জানিয়েছে, এই সমঝোতা স্মারকের ফলে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসী নাগরিকেরা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে জমা দিতে পারবেন।

এছাড়া দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও সিটি ব্যাংকের হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হক প্রমুখ।

BDFINANCIALnews24.com
দেশ ও অর্থনীতি
[অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আজ সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অর্থসূচক [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে আজ (১২ ডিসেম্বর) সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।

এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ।

কর্পোরেট সংবাদ
[অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো।

মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক।

পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশেরমধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে,বিশেষকরে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা,সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ।

SUNBD24.com [অনলাইন] 13/12/2023

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা দেওয়া যাবে সিটি ব্যাংকে

এখন থেকে সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসীরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি জমা দিতে পারবেন। দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এ ধরনের সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে।

এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে এ সমঝোতা সই হয়। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সিটি ব্যাংক জানিয়েছে, এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ।

ঢাকা টাইমস [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশের যাবতীয় প্রচার-প্রচারণাকার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক।

পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শিগগিরই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

sheershaarthonity.com [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।

এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক।

পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থসচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শিগগিরই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

arh.news [অনলাইন] 13/12/2023

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা দেওয়া যাবে সিটি ব্যাংকে

দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এই সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে।

এখন থেকে সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের নাগরিক ও প্রবাসীরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি জমা দিতে পারবেন।

দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এই সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে।

এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ সমঝোতা সই হয়। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ সচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সিটি ব্যাংক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এই সমঝোতা স্মারকের ফলে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসী নাগরিকেরা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে।

“এ ক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আসছে, তাদের বড় ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।”

অর্থ সচিব জানান, প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।

পেনশন স্কিমের সুরক্ষা বিষয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই জানিয়ে খায়েরুজ্জামান বলেন, “পেনশন স্কিমের অর্থ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে। শিগগিরই আরও ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে।”

সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

তবে এ ক্ষেত্রে শুধু ‘প্রমোটার’হিসেবে থাকতে চান না জানিয়ে মাসরুর আরেফিন বলেন, “আমরা পেনশন স্কিম বিক্রি করতে চাই। পেনশন স্কিমে গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্তি আরও বাড়াতে চাই।”

এ সময় সিটি ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে পেনশন স্কিম যুক্ত করা যেতে পারে বলে জানান তিনি।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, “বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরও অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তখন এই ব্যবস্থা সবার কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হবে, প্রক্রিয়াও অনেক সহজ হবে।”

সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ বলেন, প্রবাসীদের মধ্যে পেনশন স্কিম নিয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে সিটি ব্যাংক কাজ করবে। এ জন্য সিটি ব্যাংক তার যাবতীয় ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে এ কাজে সহযোগিতা করবে।

সিটি ব্যাংকের মালয়েশিয়া মানি ট্রান্সফারের (সিবিএল) প্রধান নির্বাহী সাইদুর রহমান ফারাজী বলেন, মালয়েশিয়া থেকে ৫০ হাজারের বেশি প্রবাসী সিটি ব্যাংকের পরিষেবা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু দেশটিতে প্রায় ১০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন। ফলে আরও বেশি প্রবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। একই সঙ্গে, তাদের পেনশন স্কিমের বিষয়েও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মুর্শীদুল হক খান, গোলাম মোস্তফা ও সিটি ব্যাংকের হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হক প্রমুখ।

Hawker.com.bd
A great way to update [অনলাইন] 13/12/2023

সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আজ সিটি ব্যাংক ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো। এই স্মারকের আওতায় দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো। এখন থেকে এই স্কিমের মাসিক কিস্তি আদায়সহ দেশে ও বিদেশে এর যাবতীয় প্রচার-প্রচারণা কার্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে সিটি ব্যাংক। পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে সিটি ব্যাংকের ইন্টারনেট পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে অ্যামেক্স, ভিসা ও মাস্টারকার্ড দিয়ে যেমন পেনশন স্কিমের কিস্তি পরিশোধ করা যাবে, তেমনই দেশে সিটিটাচ ও সিটি-লাইভ ডিজিটাল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং প্রবাস থেকে সিটি-রেমিট অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদারের উপস্থিতিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিরুল ইজদানী খান এবং সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিটি ব্যাংক শীঘ্রই দেশের মধ্যে এবং বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের কাছে, বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির মাধ্যমে সে দেশে, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করার সকল পদক্ষেপ নেবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, সিটি ব্যাংকের ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, ব্যাংকের মালয়েশিয়ান সাবসিডিয়ারি রেমিটেন্স কোম্পানির সিইও সাইদুর রহমান ফারাজী ও হেড অব কর্পোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ।

arh.news [অনলাইন] 13/12/2023

সর্বজনীন পেনশনের কিস্তি জমা দেওয়া যাবে সিটি ব্যাংকে

দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এই সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে। এখন থেকে সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের নাগরিক ও প্রবাসীরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাসিক কিস্তি জমা দিতে পারবেন।

দেশের প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে এই সেবা চালু করল সিটি ব্যাংক। এর আগে সরকারি সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক এ সেবা চালু করেছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও সিটি ব্যাংক পিএলসির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে এ সমঝোতা সই হয়। সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ সচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাসরুর আরেফিন সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

সিটি ব্যাংক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এই সমঝোতা স্মারকের ফলে সিটি ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সব উপযুক্ত নাগরিক ও প্রবাসী নাগরিকেরা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী বিভিন্ন স্কিমের মাসিক কিস্তি ডিজিটাল পদ্ধতিতে জমা দিতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে সামাজিক সুরক্ষা খাতের সুবিধাভোগী ও সুবিধার পরিমাণ বাড়াতে সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশনের সমতা, সুরক্ষা ও প্রগতি স্কিমে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেলেও প্রবাসী স্কিম পিছিয়ে আছে।

“এ ক্ষেত্রে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে প্রবাসী আয় আসছে, তাদের বড় ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।”

অর্থ সচিব জানান, প্রবাসীদের পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তির হার বাড়াতে চারটি বেসরকারি ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রথম কোনো বেসরকারি ব্যাংক হিসেবে সিটি ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো।

পেনশন স্কিমের সুরক্ষা বিষয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই জানিয়ে খায়েরুজ্জামান বলেন, “পেনশন স্কিমের অর্থ সরকারের ট্রেজারি বন্ডের মতো সুরক্ষিত জায়গায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০ কোটি টাকার ট্রেজারি বন্ড কেনা হয়েছে। শিগগিরই আরও ১০ কোটি টাকার বন্ড কেনা হবে।”

সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতের সম্প্রসারণ ও মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেনশন স্কিম বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এটি দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংকের জন্যও সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

তবে এ ক্ষেত্রে শুধু ‘প্রমোটার’হিসেবে থাকতে চান না জানিয়ে মাসরুর আরেফিন বলেন, “আমরা পেনশন স্কিম বিক্রি করতে চাই। পেনশন স্কিমে গ্রাহকদের অন্তর্ভুক্তি আরও বাড়াতে চাই।”

এ সময় সিটি ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে পেনশন স্কিম যুক্ত করা যেতে পারে বলে জানান তিনি।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইজদানী খান বলেন, “বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেনশন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। তারা এর সুফলও ভোগ করছে। বাংলাদেশে এর সুফল পেতে আরও অন্তত ১০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তখন এই ব্যবস্থা সবার কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হবে, প্রক্রিয়াও অনেক সহজ হবে।”

সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ বলেন, প্রবাসীদের মধ্যে পেনশন স্কিম নিয়ে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে সিটি ব্যাংক কাজ করবে। এ জন্য সিটি ব্যাংক তার যাবতীয় ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে এ কাজে সহযোগিতা করবে।

সিটি ব্যাংকের মালয়েশিয়া মানি ট্রান্সফারের (সিবিএল) প্রধান নির্বাহী সাইদুর রহমান ফারাজী বলেন, মালয়েশিয়া থেকে ৫০ হাজারের বেশি প্রবাসী সিটি ব্যাংকের পরিষেবা ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু দেশটিতে প্রায় ১০ লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন। ফলে আরও বেশি প্রবাসীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। একই সঙ্গে, তাদের পেনশন স্কিমের বিষয়েও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য মুর্শীদুল হক খান, গোলাম মোস্তফা ও সিটি ব্যাংকের হেড অব করপোরেট ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট তাহসিন হক প্রমুখ।

The Daily Star [Online] 13/12/2023

City Bank signs MoU with National Pension Authority

City Bank PLC has signed a memorandum of understanding (MoU) with the National Pension Authority (NPA) as the first private commercial bank to promote universal pension schemes.

Kabirul Ezdani Khan, executive chairman of the NPA, and Mashrur Arefin, managing director and CEO of the bank, penned the MoU at the InterContinental Dhaka today, the bank said in a press release.

Under the MoU, the bank will promote the opening of new schemes by individuals at home and abroad and also facilitate their monthly instalment payments digitally and through other means.

Any resident of the country can open a scheme by going to Citytouch and Citylive digital bank apps of the bank. Even non-resident Bangladeshis can also open and manage the schemes using the CityRemit app which they use for sending money home.

The bank will specifically focus on the Malaysian market where it has a money remittance subsidiary with 15 branches spread across that country.

The lender will work as a partner of the NPA by promoting all the schemes under universal pension through its branches, sub-branches and agent banking network.

Among others, Md Khairuzzaman Mozumder, secretary of the ministry of finance, Golam Mostafa, additional secretary and member of the NPA, Sheikh Mohammad Maroof, additional managing director and chief business officer of the bank, Tahsin Haq, head of corporate cash management, and Saidur Rahman Farazi, CEO of CBL Money Transfer Malaysia Sdn Bhd, were also present.

The Financial Express [Online] 13/12/2023

City Bank to manage universal pension schemes

City Bank PLC signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Pension Authority as the first private commercial bank to render services on opening and managing different universal pension schemes by both resident and non-resident Bangladeshis.

Under this MoU, the bank would promote the opening of new schemes by individuals at home and abroad and also facilitate their monthly instalment payments digitally and through other means.

The signing ceremony was held at a city hotel on Tuesday.

In presence of Dr Md Khairuzzaman Mozumder, secretary of Finance Division, Mashrur Arefin, Managing Director & CEO of City Bank and Kabirul Ezdani Khan, Executive Chairman of the National Pension Authority signed the MoU on behalf of their respective organisations.

Speaking at the function, Dr Md Khairuzzaman Mozumder said the government was considering the introduction of a national social insurance scheme to bolster the social safety net for people.

Terming the universal pension scheme as the best investment tool in the country, Mozumder said the government was trying to create awareness among the people to promote it.

Individuals living in Bangladesh desiring to open a scheme will be able using Citytouch and Citylive, digital bank apps of the bank, while non-resident Bangladeshis will open and manage the schemes using CityRemit app which they use for sending money home.

The bank will work as a partner of the National Pension Authority by promoting all the schemes under universal pension through its vast network of branches, sub-branches and agent banking network.

For Bangladeshi remitters living abroad, the bank will specifically focus on the Malaysian market where it has a money remittance subsidiary with 15 branches across that country.

Golam Mostafa, Additional Secretary and Member of National Pension Authority, Sheikh Mohammad Maroof, AMD & Chief Business Officer of City Bank, Saidur Rahman Farazi, CEO of CBL Money Transfer Malaysia Sdn. Bhd., and Tahsin Haq, Head of Corporate Cash Management of City Bank and other dignitaries were also present at the event.

THE BUSINESS STANDARD [Online] 13/12/2023

City Bank joins Sonali, Agrani to receive monthly contributions for Pension Scheme

City Bank has now become the first private bank to join, and three more private banks are set to follow suit

In a move to further the implementation of the Universal Pension Scheme, the authorities have expanded the pool of participating banks, with City Bank joining as the first private institution and the third bank authorised to receive monthly contributions.

Under an agreement signed today with the National Pension Authority, the bank will collect monthly instalments through its various channels from both resident and non-resident Bangladeshis while also attracting new subscribers for different packages under the scheme.

Mashrur Arefin, managing director of City Bank, said, "We aim to promote this scheme through all our branches, outlets, and agent banking."

He emphasised the bank's commitment, saying, "Our profit from this scheme may be less initially, but we are willing to sacrifice immediate gains for a greater cause. We aspire not only to promote but also to actively sell this scheme. A time will come when the profits exceed our expectations."

At the agreement signing ceremony at a city hotel, Kabirul Ezdani Khan, executive chairman of the pension authority, mentioned that they have plans to assign more private banks.

"The current elderly population stands at 1.20 crore. By 2041, when we aim to become a developed country, our elderly population is projected to reach 3.60 crore. We aspire to broaden this scheme to ensure people's well-being after their retirement," he asserted.

The government launched the scheme in July, featuring individual contributions ranging from a minimum of Tk500 to a maximum of Tk5,000 per month.

Initially targeting four categories – private sector employees, non-resident Bangladeshis, individuals from the informal sector, and insolvent individuals – the scheme began with deposit options available through state-owned Sonali and Agrani banks.

City Bank has now become the first private bank to join, and three more private banks are set to follow suit.

Finance Division Secretary Md Khairuzzaman Mozumder said the biggest challenge with this scheme is raising awareness.

He also said, "Among our pension schemes, the expatriate scheme remains relatively weak. City Bank, with its extensive expatriate customer base, is poised to enhance the reach and impact of this scheme."

Saidur Rahaman Farazi, chief executive officer of CBL Money Transfer, a money exchanger operated by City Bank, highlighted that the bank is taking necessary measures to attract new subscribers for all four schemes, with a particular emphasis on the "probash" scheme designed for non-resident Bangladeshi citizens.

"This initiative includes utilising 15 outlets of our own exchange house, CBL Money Transfer, as well as collaborating with other partner locations," he added.

Farazi explained, "Through our CityRemit app in Malaysia, expatriates can conveniently send their remittances home. With over 1 million expatriates in Malaysia and more than 33,000 already using our services, we anticipate a significant expansion in our reach through comprehensive campaigns across every outlet and by leveraging social media platforms, such as Facebook."

Sheikh Mohammad Maroof, AMD and chief business officer of City Bank, said, "Our task is to increase the enrolment of this scheme, with a particular emphasis on the fair expatriate scheme over other schemes."

DhakaTribune [Online] 13/12/2023

City Bank first private bank to promote, facilitate universal pension schemes

The bank will promote the opening of new schemes by individuals home and abroad and also facilitate their monthly installment payments digitally

City Bank PLC has signed an MoU with the National Pension Authority as the first private commercial bank to join the activities of opening and managing different universal pension schemes to be opened by both resident and non-resident Bangladeshis.

Under this MoU, the bank will promote the opening of new schemes by individuals home and abroad and also facilitate their monthly installment payments digitally and through other means.

Individuals living in Bangladesh desiring to open a scheme will be able to do so by going into Citytouch and Citylive digital bank apps of the bank, while non-resident Bangladeshis will open and manage the schemes using CityRemit app which they use for sending money home.

The bank will work as a partner of the National Pension Authority by promoting all the schemes under universal pension through its vast branches, sub-branches and agent banking network.

For Bangladeshi remitters living abroad, the bank will specifically focus on the Malaysian market where it has a money remittance subsidiary with 15 branches spread across that country.

In presence of Dr. Md Khairuzzaman Mozumder, secretary of the Ministry of Finance, Kabirul Ezdani Khan, executive chairman of the National Pension Authority, and Mashrur Arefin, managing director & CEO of City Bank signed the MoU on behalf of their respective organizations.

Golam Mostafa, additional secretary and member of National Pension Authority, Sheikh Mohammad Maroof, AMD & chief business officer of City Bank, Saidur Rahman Farazi, CEO of CBL Money Transfer Malaysia Sdn. Bhd., and Tahsin Haq, head of corporate cash management of City Bank and other high officials of the Ministry of Finance and the bank were also present at the event.